স্টাফ রিপোর্টার: নাটোরের গুরুদাসপুর উপজেলায় ঘটুক করে দাবিতে রনি খাতুন (২৮) নায়ে এক গৃহবধূকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনার অভিযোগে নহিতের স্বামী রনিসিরদার (২৮) ও শ্বশুর হাবলি সরদারকে (৬০) গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গতকাল রোববার সকালে তাদের গ্রেফতার করা হয়। নহিত রনি সদর উপজেলার শবিপুর গ্রামের মফজি উদ্দিনের ময়ে। ঘটনাটি ঘটেছে গুরুদাসপুর উপজেলার নাজরিপুর ইউনিয়নের পুরুলিয়া গ্রামে।

জানা যায়, গত শনিবার সকালে ওই গৃহবধুরকে বটি দিয়ে কুপিয়ে জখম করে স্বামীসহ শ্বশুরবাড়ি লোকজন। পরে তাকে উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত্রে তার মৃত্যু হয়। নহিতের বাবা মফজি উদ্দিন বাদী হয়ে ওই রাত্রে গুরুদাসপুর থানায় রনির স্বামী রনিসিরদার, শ্বশুর হাবলি সরদার, তার শাশুড়ি ছিামনি বেগমসহ (৫০) পাঁচজনকে বন্দি করে হত্যা ঘাঘলা দায়ের করেন। গুরুদাসপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সালেহ রজো ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, ছয় বছর আগে রনিও রনির বিয়ে হয়। বিয়ের সময় ওই গৃহবধুর বাবা ঘটুক বাবাদ নগদ এক লাখ টাকাসহ স্বর্ণ অলংকার ও আপবাবপত্র দেওয়া দেন। কনিত্ত আরও দুই লাখ টাকার ঘটুক করে দাবি করে বিভিন্ন সময় তাকে শারীরিক নির্যাতন করে আসছিলেন রনিও তার পরিবারের লোকজন। তাদের রাব্বী (৩) নায়ে এক সন্তান রয়েছে। গত শনিবার সকালে ঘটুক করে বধিয় নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়। পরে স্বামী রনি তার পরিবারের অন্য সদস্যদের পরে চানায় রনিকে নির্যাতন শুরু করেন। একপর্যায়ে রনি তার স্ত্রী রনিকে বটি দিয়ে কুপিয়ে জখম করেন। এ সময় তাকে গুরুতর অবস্থায় উদ্ধার করে নাটোর আধুনিক সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে রাত্রে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় মাঝমা হয়েছে। স্বামী ও শ্বশুরকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্য আসামদিকে গ্রেফতারে চেষ্টা চলছে বলেও জানান ওসি সালেহ রজো।